মঙ্গলময় ঈশ্বর

ইয়োব ৩:১-২৬

ইয়োব হল এমন এক ব্যক্তির কাহিনী, যার ঈশ্বর-বিশ্বাস চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। ১ ও ২ অধ্যায়ে, আমরা ইয়োবের এই পরীক্ষার স্বর্গীয় প্রেক্ষাপট দেখেছি, যেখানে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ঈশ্বর ইয়োবের উপর পরীক্ষা চালাতে শয়তানকে অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য, ইয়োব এই স্বর্গীয় প্রেক্ষাপটের কিছুই জানত না। শয়তান একের পর এক মহা বিপর্যয়ের দ্বারা ইয়োবের সমস্ত মূল্যবান বিষয় ধবংস করে। প্রথমে ইয়োব তাঁর সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি ও ছেলে-মেয়েকে হারায়। তারপর ইয়োব তার স্বাস্থ্য হারায়, যখন তার সারা দেহে গোদ ও কুষ্ঠ পূর্ণ হয়। এমনকী ইয়োবের স্ত্রী পর্যন্ত ইয়োবকে ভুল বোঝে ও ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইয়োবকে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু এত চাপের মুখেও ইয়োব ঈশ্বরের ভালোবাসা, করুণা ও অনুগ্রহে বিশ্বাস হারায়নি এবং শয়তানের যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে এবং ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণত্যাগ করেনি।

এরপর শয়তান ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে আঘাত করতে আরও বড় কামান দাগায়। শয়তানই ইয়োবের কাছে তার ৩ বন্ধু কে পাঠায়; অবশ্য উপরে উপরে, তারা ইয়োবকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই আসে। বন্ধু রা এসে ইয়োবের পরিস্থিতি দেখে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা ইয়োবের এমন পরিস্থিতিতে সমস্ত সান্ত্বনার কথা হারিয়ে ফেলে। এইভাবে, কোনও কথা না বলে তারা ইয়োবের সঙ্গে ৭দিন ও রাত কাটায়। কোনও কথা না বললেও, তারা মনে মনে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাস তথা ধার্মিক আচরণকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে, তাই তারা ভাবছে যে, ইয়োব তার পাপের সমুচিত প্রতিফল পাচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখতে পাব যে, শয়তান ইয়োবের বন্ধু দের এই ভাবনাকে ব্যবহার করে ইয়োবের দুর্দশা তথা যন্ত্রণাকে আরও বৃদ্ধি করবে।

৩ অধ্যায় থেকে ইয়োব ও তার বন্ধুদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়েছে। এই পুস্তকে ইয়োব ও তার বন্ধুদের মধ্যে কথোপকথন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এই পুস্তক কেন আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করব। ৭দিনের নীরবতাকে স্বয়ং ইয়োবই ভঙ্গ করেছে। এমন জাগতিক, শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যেও ইয়োবের চিন্তা ও আবেগ লোপ পায়নি। বন্ধুদের নীরবতা দেখে ইয়োব হয়তো ভেবেছে যে, বন্ধু রা তার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, তাই ইয়োব নীরবতাকে ভেঙ্গে নিজের সততার পক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৩ অধ্যায়ে আমরা ইয়োবের তিক্ত বিলাপ দেখতে পাই। ইয়োব এই দুর্দশা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ভোগ করে চলেছে এবং ঈশ্বরও এর কারণ ইয়োবকে জানাননি। তাই, শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিদ্ধ স্ত ইয়োব মুখ খুলতে বাধ্য হয়। ৩ অধ্যায়ে ইয়োবের বিলাপের মাধ্যমে আমরা ইয়োবের মনের মধ্যে কী ঘটে চলেছে, তা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। ইয়োব যে যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে, তা মূলত তার জাগতিক ও পারিবারিক ক্ষতি বা তার শারীরিক ব্যথা বা স্ত্রীর বিদ্রূপের কারণে নয়। কিন্তু এর মূল কারণ ঈশ্বরের আপেক্ষিক অনুপস্থিতি বা নীরবতা। নিজের এই পরিস্থিতির কোনও যথার্থ ব্যাখ্যা ইয়োবের জানা নেই। ঈশ্বর কেন এই সমস্ত ঘটনা তার প্রতি ঘটতে দিয়েছেন, তা ইয়োব জানে না। এই কারণে, ইয়োবের যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে। ইয়োবের পক্ষে এইভাবে জীবন যাপন করা মারাত্মক কঠিন হয়ে উঠেছে, ফলে ইয়োব নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছে। অবশ্য, এর মধ্যেও ইয়োব ঈশ্বরের সততা, ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি।

৩ অধ্যায়ে, ইয়োবের বিলাপে ৩টি প্রধান অংশ আমরা দেখতে পাই।

ক) ৩-১০ পদ — আমরা আমাদের জন্মদিনকে স্মরণ করে আনন্দ অনুষ্ঠান করে থাকি। আজও আমরা আমাদের মণ্ডলীতে মার্চ মাসে যাদের জন্ম, তাদের জন্মদিন পালন করব। কিন্তু, এখানে ইয়োব নিজের জন্মদিনকে আশীর্বাদ

করার পরিবর্তে শাপ দিয়েছে। ইয়োব তার স্মৃতি থেকে এই দিনকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। ৩ পদে ইয়োব বলেছে, ***"বিলুপ্ত হোক সেই দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল।"*** কারণ, এত দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করার জন্যই যদি তার জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে সেই জন্মের কী প্রয়োজন ছিল? তাই, ইয়োবের চিন্তায়, তার জন্ম না হলেই ভালো ছিল। তার যদি জন্মই না হত, তাহলে এমন দুর্দশা ভোগ করার কথাই উঠত না। সেই দিনকে শাপ দেবার কারণ ইয়োব ১০ পদে উল্লেখ করেছে, ***"কারণ সেদিন আমার মায়ের জঠরের কবাট বন্ধ করেনি"***(কারণ আমি সেদিন জন্মেছি)। তাই, সেই দিনকে স্মরণ করে আনন্দানুষ্ঠানকে পরিহার করতে ইয়োব ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, ***"সেই রাত্রি বন্ধ্যা হোক। আনন্দগান তাতে প্রবেশ না করুক। যারা দিনকে শাপ দেয়, তারা সেই দিনকে শাপ দিক"***(৩:৭-৮)। *[*সিরিয়ার রাস শামরা ধর্মের প্রাচীন লেখাতে কিছু ম্যাজিশিয়ানদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ***লিবিয়াথন*** নামক কাল্পনিক সামুদ্রিক দৈত্যাকার প্রাণীকে উত্তেজিত করতে পারত। বলা হয় এই কাল্পনিক প্রাণী এতখানি শক্তির অধিকারী ছিল যে, সূর্যকে পর্যন্ত গ্রাস করতে পারত। বাইবেলে এর উল্লেখ ইয়োব ৩:৮, ৪১:১;গীত ৭৪:১৪, ১০৪:২৬; যিশা ২৭:১, ৫১:৯-১০ পদে পাওয়া যায়। অনেকে একে কুমির, সাপ বা তিমির সঙ্গে তুলনা করে থাকে। কিন্তু আমরা একে শয়তানকে ড্রাগনের সঙ্গে তুলনা করার ন্যায় (প্রকা ১২, ১৩, ২০ অধ্যায়), কাল্পনিক জীব হিসাবে চিন্তা করব*]*। ইয়োব তার জন্মদিনে সেই কাল্পনিক ঘটনার আশা করেছে। ইয়োবের যন্ত্রণা বা দুর্দশা এমন মাত্রা পেয়েছে যে, ইয়োব নিজের জন্মদিনকে শাপ দিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও এ কাজ খুবই মূর্খের, কারণ অতীতকে কখনও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এখন ইয়োবের জীবন এতখানি যন্ত্রণাদায়ক যে, ইয়োব এতকাল সেই জীবনে যে সুখ ভোগ করেছে, তাও ভুলে গেছে।

অবশ্য, ইয়োব নিজের এই দুর্দশায় ঈশ্বরকে বা নিজেকে বা অন্য কাউকে দায়ী করে শাপ দেয়নি। আজ যখন আমরা ইয়োবের এই কাহিনী পাঠ করছি, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের পূর্বে অন্য অনেকে আমাদের থেকে অনেক বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছে। আমরা যখন আমাদের যন্ত্রণার কারণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, তখন সেই যন্ত্রণা সহ্য করা আমাদের পক্ষে মারাত্মক কঠিন। ইয়োব সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চলেছে, তাই ইয়োব তার জন্মদিনকে শাপ দিয়েছে।

খ) ১১-১৯ পদ — পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিকূলতা আমাদের সর্বদা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করে। ইয়োবও তাই, এখানে একের পর এক ***"কেন?"*** প্রশ্ন করেছে। ইয়োব প্রশ্ন করেছে, ***"আমি কেন মায়ের গর্ভের মধ্যে মরিনি? কিংবা, পৃথিবীর আলো দেখামাত্র কেন মরিনি?"***(১১ পদ)। ***"জন্মের সময় ধাত্রী কেন আমাকে গ্রহণ করেছিল, শৈশবে আমাকে দুধ খাইয়ে কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল?"*** (১২ পদ)। অর্থাৎ, ইয়োবের চিন্তায় তার জীবনের কোনও মূল্য নেই। তাই, তার জন্মের সময় মৃত্যু হলেই ভালো ছিল। কেন, কেন, কেন — প্রভু কেন? আমরাও বারবার এই প্রশ্ন করে থাকি। এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যাদের সদুত্তর অনন্তের এপার থেকে উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। ইয়োবের পক্ষে তা আমাদের থেকেও অনেক বেশি কষ্টকর ছিল। কারণ, খ্রীস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত প্রশ্নকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কারণ আমরা সেই খ্রীস্টকে জানি, যিনি আমাদের পাশে আছেন ও যিনি নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, ***"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?"***(মথি ২৭:৪৬;মার্ক ১৫:৩৪)। দুঃখ-দুর্দশার সময় আমরা যেমন নিজেদের ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বলে মনে করি, খ্রীস্ট আমাদের প্রতিনিধি হয়ে তা উপলব্ধি করেছেন। অবশ্য আজ আমরা জানি, আমাদের সমস্ত যন্ত্রণায় তিনি আমাদের পাশে আছেন।

এরপর ইয়োব ১৩-১৯ পদে মৃত্যু সম্বন্ধে তার চিন্তার কথা বলেছে। মৃত্যু সম্বন্ধে ইয়োবের এই ধারণা খুবই প্রাথমিক। ইয়োব মৃত্যুকে বিশ্রামের সময়, বা উৎপাতহীন শান্ত বিশ্রামের সময় হিসাবে চিন্তা করেছে। ***"তাহলে, এখন শয়ন করে বিশ্রাম করতাম, নিদ্রিত হইতাম, শান্তি পাইতাম"*** (১৩)। ***"সেই স্থানে দুষ্টরা আর উৎপাত করে না, সেই স্থানে শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়। তথায় বন্দীরা নিরাপদে একত্র থাকে, তারা উপদ্রবীর রব আর শোনে***

না। সেখানে ছোট-বড় একই এবং দাস নিজের স্বামী থেকে মুক্ত" (১৭-১৯)। এই পদগুলি থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে ইয়োবের ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন। এবং সেটাও তার প্রতি এই দুঃখভোগ ঘটার একটি অন্যতম কারণ। এই পুস্তকের শেষাংশে আমরা দেখতে পাব যে, মৃত্যু সম্বন্ধে ইয়োবের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে (১৯: ২৫)।

গ) ২০-২৬ পদ — এই অংশে ইয়োব হতবুদ্ধির ন্যায় নিজের মৃত্যু কামনা করে এই বিলাপ শেষ করেছে। এখানে ইয়োবের যুক্তি হল, "আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই। যে জীবন এত দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ, হাহাকার ও আর্তনাদ যে জীবনের একমাত্র ভক্ষ্য ও পানীয় (২৪ পদ), তার কী মূল্য আছে? আমার জীবন কেবল ভয় ও উদ্বেগ (২৫, ২৬ পদ) উৎপন্ন করে। তাই, *"এমন জীবনের মৃত্যু হওয়াই আমার পক্ষে ভালো।"* তাই, ইয়োব প্রশ্ন করেছে, ***"তিক্ত প্রাণকে কেন জীবন দেওয়া হয়?"*** (২০ পদ)। ***"তাহারা মৃত্যু আকাঙ্খা করে, কিন্তু মৃত্যু আসে না"*** (২১ পদ)। ***"কবর পাইতে পারিতে তারা আহ্লাদ করে"*** (২২ পদ)।

অবশ্য এই কথার দ্বারা ইয়োব যে আত্মহত্যার চিন্তা করেছে, তা নয়। ইয়োব প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে যাজ্ঞা করছে, তিনি যেন ইয়োবকে তাঁর অনন্ত আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। ইয়োবের চিন্তায়, জীবন যেহেতু উপভোগ্য নয়, সেইহেতু সেই জীবনের কোনও মূল্য নেই। এ জগতে অনেক মানুষই এমন চিন্তা করে থাকে। তাই, "ইয়োব পুস্তক" আমাদের দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবন যখন মূল্যহীন বলে মনে হয়, তখনও তা মহা মূল্যবান ও যথেষ্ট অর্থের অধিকারী।

ইয়োবের বিলাপ শেষ হয়েছে, ৪টি তীরের দ্বারা। ***"আমার শান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; কেবল উদ্বেগ উপস্থিত"*** (২৬ পদ)। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণায় বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। আমাদের অভিজ্ঞতা তিক্ততা ও নিরাশায় পূর্ণ হয়, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, কেউ আমাদের প্রতি আমাদের আশানুরূপ ব্যবহার থেক বিরত হয়েছে। ঈশ্বর যখন আমাদের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার থেকে বিরত হন, তখনও কি আমরা তাঁর বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করি? এখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল এমন বিষয়, যা আমাদের নিজেদের মনগড়া বিশ্বাস, যেগুলির বিষয় ঈশ্বর কখনও প্রতিজ্ঞা করেননি। যখন আমরা মারাত্মক দুঃখ ও দুর্দশার সম্মুখীন হই, তখন আমরা আমাদের গড়া ঐতিহ্য বা পরম্পরাকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাই।

Coleridge নামে একজন লেখক খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের সমালোচনা করে বলেছেন, **"খ্রীস্ট বিশ্বাসীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার পরিবর্তে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের নিজেদের মনগড়া ধারণায় বেশি বিশ্বাস করে।"** আমরা জানি ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু তাহলে তিনি কীভাবে আমাদের জীবনে বিভিন্ন দুর্দশাকে অনুমতি দেন? এখন আমরা জানি যে ঈশ্বর মঙ্গলময়, ঠিক কথা; কিন্তু তিনি কীভাবে (কোন পথে) তাঁর মঙ্গল কার্য সাধন করেন, তা কিন্তু আমরা জানি না। তাই, অনেক সময় আমরা তাঁর মঙ্গলময়তাতে সন্দেহ করে থাকি। তাই, মারাত্মক দুঃখ-দুর্দশা আমাদের বিশ্বাসের পাত্রকে *(object of our faith)* চিনে নিতে সাহায্য করে।

আমরা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি? আমাদের জ্ঞানে, যদিও তা উপলব্ধি করা কঠিন, তবুও যে তিনি মঙ্গলময় ও উত্তম, তা বিশ্বাস করি? ইয়োব তা বিশ্বাস করত; তাই সে এত কষ্টের মধ্যে নিজের মৃত্যু কামনা করলেও, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তাকে প্রশ্ন করেনি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)